

**২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত  
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।**

২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯৯ ইং তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৬তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে বর্ণিত আছে।

**আলোচ্যসূচী-১:** সভার শুরুতে সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ৬৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করাণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। ৬৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন মন্তব্য আছে কিনা নির্বাহী পরিচালক সে বিষয়ে সভার সকল সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৬৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন মন্তব্য না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। তবে মাননীয় মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু সেতুতে ঠিকাদার জোমাক (JOMAC) কর্তৃক weighing machine সহ অন্যান্য মেশিন বসানোর কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারের কাজ মূল্যায়নের জন্য রিভিউ প্রতিবেদন বোর্ড সভায় উপস্থাপনের পরামর্শ দেন।

**আলোচ্যসূচী-২:** চুক্তি নং ৩ ও ৪ এর ঠিকাদার মেসার্স সামওয়ান কর্পোরেশন-এর সাথে জেএমবিএ'র ভ্যাট সংক্রান্ত আইসিসি আরবিট্রেশন মামলার এওয়ার্ড সংক্রান্ত বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, ১০ই জুলাই, ৯৮ ইং তারিখে ইস্যুকৃত এওয়ার্ড নিম্নরূপ :

- ১) (ক) ভ্যাট বাবদ কর্তনকৃত টাকা ৮,৭৬,০৯,২৯৮.০০ সামওয়ান কর্পোরেশনকে ফেরৎ দিতে হবে।  
(খ) আইপিসি (ইনভয়েচ) নং-৩৭ থেকে পরবর্তী সময়ের ভ্যাট বাবদ কর্তনকৃত টাকা ২,৭৩,৫০৪৬৩.০০ সামওয়ান কর্পোরেশনকে ফেরৎ দিতে হবে।
- ২) (ক) এওয়ার্ড প্রদানের সময় পর্যন্ত সুদ বাবদ টাকা ১,৫৬,৬৯,৯৬৫.০০ সামওয়ান কর্পোরেশনকে পরিশোধ করতে হবে।  
(খ) এওয়ার্ড প্রদানের সময় থেকে পরিশোধ না করা পর্যন্ত সুদ বাবদ টাকা ১,০১,৭৯,২৪৯.০০ সামওয়ান কর্পোরেশনকে পরিশোধ করতে হবে (৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৯ পর্যন্ত হিসাব করা হয়েছে)।
- ৩) (ক) সামওয়ান কর্পোরেশনের লিগ্যাল খরচ ২,০০,০০০.০০ মার্কিন ডলার সামওয়ান কর্পোরেশনকে পরিশোধ করতে হবে।  
(খ) সামওয়ান কর্পোরেশনের আর্বিট্রেশন খরচ বাবদ ১,৪০,০০০.০০ মার্কিন ডলার সামওয়ান কর্পোরেশনকে পরিশোধ করতে হবে।

২.২। উক্ত মামলার এওয়ার্ডের উপর সেতু কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, আইন মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের আইন উপদেষ্টার মতামত সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৪তম বোর্ড সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তা পুণরায় আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হলে উক্ত মন্ত্রণালয় জানায় যে, বাংলাদেশের বর্তমান আইন অনুসারে ফরেন এওয়ার্ড বাংলাদেশে enforceable নয়। তবে সামওয়ানের সাথে চুক্তি অনুসারে ICC এওয়ার্ড বাস্তবায়নে যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ বাধ্য। অন্যদিকে দাতা সংস্থা সমূহ চুক্তি অনুসারে বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যবসেক-এর উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। এমতাবস্থায় এ বিষয়ে একটি কার্যকরী সমাধান বের করার লক্ষ্যে মাননীয় আইন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং আইন সচিব, এনবিআর-এর চেয়ারম্যান, এটনী জেনারেল, যবসেক-এর আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ, সামওয়ান কর্পোরেশনের আইন উপদেষ্টার (ব্যারিষ্টার রফিকুল হক) উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উভয় পক্ষের বক্তব্য, আইসিসি এওয়ার্ড, দাতা সংস্থাদের (বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ওইসিএফ) পত্র ইত্যাদি

নিয়ে আলোচনাত্তে এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞ এটনী জেনারেলের মতামত চাওয়া হয়। এটনী জেনারেল এ বিষয়ে আট পৃষ্ঠা সম্প্রস্তুত মতামত প্রদান করেছেন।

বোর্ড সভায় আইন সচিব আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আইন মন্ত্রণালয় এবং এটনী জেনারেলের মতামত ব্যাখ্যা করেন এবং এটনী জেনারেল উপসংহারে যে মন্তব্য করেছেন তা সভায় তুলে ধরেন :

*"Having regard to the legal position as stated above, what advice is to be given to JMBA is a matter of policy or expediency and I do not feel myself competent to suggest what advice is to be given to JMBA when there is question of chilling effect on investment climate resulting from refusal to make payment under the award until the validity of the award is adjudicated by a competent court."*

দেশের স্বার্থ এবং সার্বিক দিক বিবেচনায় এওয়ার্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান গ্রহণের জন্য আইন সচিব মত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও উল্লেখ্য করেন যে এ বিষয়ে তাঁর আইন মন্ত্রীর সাথে আলাপ হয়েছে এবং মন্ত্রী মহোদয় উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে সম্মত আছেন।

২.৩। সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক আর্বিংট্রেশন এওয়ার্ডের amicable settlement এবং এর দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৪/১/৯৯ ইং তারিখে সামওয়ান কর্পোরেশন যে প্রস্তাব দিয়েছে তা সভায় তুলে ধরেন। সামওয়ান কর্পোরেশনের প্রস্তাব নিম্নরূপ :

১) আইসিসি এওয়ার্ডে উল্লেখিত সুদ বাবদ দাবী তারা পরিত্যাগ করবে। যার পরিমাণ ১,৫৬,৬৯,৯৬৫/- টাকা।

২) এওয়ার্ডের তারিখ (১০ই জুলাই, ১৯৯৮) থেকে হাল নাগাদ সুদ বাবদ দাবী তারা পরিত্যাগ করবে। যার পরিমাণ প্রায় ৯৯,৫৩,৬০০.৫২ টাকা।

৩) এওয়ার্ডে প্রদত্ত লিগ্যাল আর্বিংট্রেশন খরচের দাবীর শতকরা ৫০% অর্থাৎ ১,৭০,০০০/- মার্কিন ডলার তারা ছাড় দিবে।

সামওয়ান কর্পোরেশন তাদের প্রস্তাব এই শর্তে করেছে যে ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৯৯ তারিখের মধ্যে তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী দাবী ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক আইপিসি এর মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে।

উল্লেখ্য যে আইসিসি এওয়ার্ড অনুযায়ী সামওয়ান কর্পোরেশনকে হাল নাগাদ সুদসহ পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৫.৭৩ কোটি টাকা। সামওয়ান কর্পোরেশন যে অর্ধ ছাড় দিতে রাজি হয়েছে তার পরিমাণ প্রায় ৩.৩৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ সামওয়ানের প্রস্তাব গ্রহণ করলে তাদেরকে এওয়ার্ড থেকে ২১.৫% কম দেয়া যাবে।

অপরদিকে এওয়ার্ড বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে এওয়ার্ড প্রদানের তারিখ হতে এওয়ার্ড বাস্তবায়নের তারিখ পর্যন্ত বাংসরিক ১২% হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

২.৪। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহের পত্র বিবেচনায় এনে সামওয়ান কর্পোরেশনের অনুচ্ছেদ নং-২.৩ এ বর্ণিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

## সিদ্ধান্তঃ

উপরোক্তিখন্তি অনুচ্ছেদ নং-২.৩ এ বর্ণিত সামওয়ান কর্পোরেশনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের চুক্তি নং ৩ ও ৪ এর উপর ড্যাট সংক্রান্ত আইসিসি আর্বিংট্রেশন মামলার এওয়ার্ড দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বোর্ড অনুমোদন প্রদান করে।

আলোচ্যসূচী-৩ঃ যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের চুক্তিসমূহের ঠিকাদারগণ কর্তৃক পেশকৃত দাবী নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যৌথ Facilitators নিয়োগের বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় উত্থাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ৪(চার)টি চুক্তির তিনটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পেশকৃত বিভিন্ন দাবী এ সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যবসেক-এর ৬৩তম বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জেএমবি'র ৬৫তম বোর্ড সভায় (কার্যপঞ্জী ভুলবশতঃ ৬৪তম সভা উল্লেখ করা হয়েছিল) জনাব আবদুল মুয়াদ চৌধুরী, সচিব আইআরডি ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং Mr. I. W. Reeves, Chief Executives, RPT/High Point Rendel-কে চারটি চুক্তির জন্য যৌথ Facilitators নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে তাদের বরাবরে খসড়া চুক্তিপত্র প্রেরণ করলে Mr. I. W. Reeves বিশেষ কারণবশতঃ ফেসিলিটেটর হওয়ার বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এমতাবস্থায় কোরীয় ঠিকাদার হন্দাই প্রস্তাব করেন যে Mr. I. W. Reeves-কে বাদ দিয়ে জনাব আবদুল মুয়াদ চৌধুরীকে একক Facilitator নিয়োগ করে চুক্তি নং-১ এর দাবীসমূহ নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। তবে এ প্রস্তাবে জনাব আবদুল মুয়াদ চৌধুরী অনীহা প্রকাশ করেন।

৩.২। নির্বাহী পরিচালক এ প্রসঙ্গে জানান যে, এ অবস্থার প্রেক্ষিতে যৌথ ফেসিলিটেটর হিসাবে জনাব আবদুল মুয়াদ চৌধুরী ও Sir William Halcrow & Partners Ltd. এর জনাব M. S. Fletcher এর নাম প্রস্তাব করা হলে চুক্তি নং-১ এর ঠিকাদার এ প্রস্তাবে সম্মত হয়। উল্লেখ্য যে, Mr. Fletcher বেশ কিছুদিন থেকে ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টার কর্মকর্তা হিসাবে এ প্রকল্পের সাথে জড়িত আছেন। ঠিকাদারদের সম্মতির প্রেক্ষিতে যৌথ Facilitators হিসাবে নিয়োগের জন্য জনাব আবদুল মুয়াদ চৌধুরী ও জনাব M. S. Fletcher-এর নিকট খসড়া Facilitation চুক্তি প্রেরণ করা হয়। সেই সাথে চুক্তি নং-১ এর ঠিকাদারের নিকটও উক্ত চুক্তিপত্র প্রেরণ করা হয়। খসড়া Facilitation চুক্তিটি তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। একই প্রস্তাব চুক্তি নং-৩ ও ৪ এর ঠিকাদারের নিকট দেয়া হয়েছে এবং এতে তাদের সম্মতি আছে বলে মৌখিকভাবে জানিয়েছে। ২নং চুক্তির ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাছে যৌথ Facilitators হিসাবে কেবলমাত্র Mr. I. W. Reeves এবং জনাব আবদুল মুয়াদ চৌধুরী গ্রহণযোগ্য বিধায় Mr. I. W. Reeves এর সাথে পতালাপ অব্যাহত রাখা হয়।

৩.৩। ফেসিলিটেশন চুক্তির মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত সার হলো নিম্নরূপঃ

- ক) যৌথ ফেসিলিটেটরগণ সবসময় যৌথভাবে ফেসিলিটেশনের কাজ পরিচালনা করবেন।
- খ) যৌথ ফেসিলিটেটরগণ উভয় পক্ষ অর্থাৎ যবসেক ও ঠিকাদারের নিকট গ্রহণযোগ্য নেগোসিয়েশন প্রক্রিয়া স্থির করবেন এবং সে অনুযায়ী নেগোসিয়েশন ফেসিলিটেট করবেন।
- গ) নেগোসিয়েশন সম্পূর্ণ হওয়ার পর উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি সেটেলম্যান্ট দলিল প্রস্তুত করবেন।
- ঘ) প্রত্যেক ফেসিলিটেটর প্রতিদিন কাজের জন্য ৮৩০ পাউন্ড করে পাবে। ইহা ছাড়াও Business ক্লাসে বিমান ভাড়া, অতিরিক্ত মাল বহনের জন্য ৫৫০ পাউন্ড, Per Diem Allowance প্রতিদিন ১০৪ পাউন্ড এবং Support Allowance প্রতিদিন ১০০ পাউন্ড হিসাবে পাবে।
- ঙ) উপরোক্ত ফেসিলিটেশন ব্যয়ের অর্ধেক যবসেক এবং বাকী অর্ধেক ঠিকাদার বহন করবে।

৩.৪। নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক সভায় উদ্ধাপিত Facilitator নিয়োগের বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনার সময় Mr. I. W. Reeves-কে ফেসিলিটেটর হিসাবে নির্বাচিত করার পূর্বে conflict of interest এর বিষয়টি দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং এজন্য তাঁর নিকট হতে কাজের Statement নেয়ার কথা আসে। যৌথ Facilitator নিয়োগের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্তঃ

- (১) যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের চুক্তি নং-১, ৩ ও ৪ এর জন্য জনাব আবদুল মুয়াদ চৌধুরী, সচিব আইআরডি ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং জনাব M. S. Fletcher-কে যৌথ Facilitators নিয়োগের প্রত্যাব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- (২) চুক্তি নং- ১, ৩ ও ৪ এর জন্য অনুচ্ছেদ-৩.৩ (ঘ) তে বর্ণিত শর্তাবলীসহ Facilitator-দের সম্মানী ভাতা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- (৩) চুক্তি নং-২ এর জন্য জনাব আবদুল মুয়াদ চৌধুরী ও Mr. I. W. Reeves-কে যৌথ Facilitators নিয়োগের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে তার (Mr. I. W. Reeves) সাথে আরো আলোচনার মাধ্যমে সম্মানী ভাতা ও Facilitation পদ্ধতি নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া Conflict of interest আছে কিনা সে ব্যাপারে Mr. I. W. Reeves-থেকে একটি Statement নিতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৪ : উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান RPT-NEDECO-BCL-এর চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধিকরণের বিষয়টি তুলে ধরে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময় হতে তদারকীর জন্য Engineer হিসাবে RPT-NEDECO-BCL নিয়োজিত আছে। প্রকল্পের বাস্তব নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ২০শে জুন ১৯৯৮। তবে গ্যাস পাইপ লাইন ধর্মে যাওয়ায় উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের মূল তদারকীর কিছু কাজ বাকী আছে এবং এই কাজের ব্যয়ভার বহন করবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বীমা কোম্পানী। এছাড়া উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানকে কিছু নতুন ও অতিরিক্ত কাজ হাতে নিতে হচ্ছে। এ সকল অতিরিক্ত কাজের জন্য চুক্তির মেয়াদ বৰ্ধিত বা সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

৪.২। তিনি উল্লেখ করেন যে, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প কারিগরী দিক থেকে আধুনিক এবং একটি জটিল প্রকল্প। এ প্রকল্পের নক্সাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত ৯ম মাইলস্টোন সভায় গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে Archiving কাজের জন্য মোট জনমাস ধরা হয়েছে ৫৯.৫০ এবং এ কাজের প্রস্তাবিত ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে US\$ ৩,৭৫,০৪৬.০০।

৪.৩। তিনি আরো জানান যে, যমুনা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নকালে চারটি চুক্তির বিপরীতে নতুন এবং অতিরিক্ত কাজ বাবদ প্রায় ৬০০ কোটি টাকার Claim উত্তৰ হয়েছে। এ সকল Claim/Dispute সমূহ সুষ্ঠভাবে প্রকল্পের Engineer দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। এ জন্য উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের (Engineer) মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের সেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ কাজ বাবদ ১(এক) লক্ষ পাউন্ড এবং ১(এক) লক্ষ গিন্ডার ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে।

৪  
১

৪.৪। এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্তঃ

উপরোক্তাখিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে বর্ধিত ব্যয়সহ (অনুচ্ছেদ-৪.২ ও ৪.৩ তে বর্ণিত) উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান (RPT-NEDECO-BCL) এর চুক্তির মেয়াদ (amendment No.-3) আগস্ট' ৯৯ পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৫ : যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের Claim/Dispute পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য Queens Council (QC) নিয়োগের বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি সভায় জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ৪(চার)টি নির্মাণ ঠিকাদার কর্তৃক পেশকৃত বিভিন্ন দাবী Negotiation-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যবসেকের ৬৩তম বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ৬৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। তিনি আরো জানান যে, যেহেতু বেশীর ভাগ Claim চুক্তির আইনগত বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল সেহেতু আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রথম সভায় Queens Council (QC) নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় এবং এব্যাপারে স্থানীয় বিশেষজ্ঞ ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী, সদস্য, প্যানেল অব এক্সপার্ট (POE) ও ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট (MC) কে কয়েকজন উপযুক্ত QC-এর জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করতে বলা হয়।

৫.২। নির্বাহী পরিচালক আরও জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের বিভিন্ন চুক্তির উপর এ পর্যন্ত প্রায় ৬০০ কোটি টাকার Claim এর উত্তর হয়েছে এবং এই Claim গুলোর অধিকাংশের উপর চুক্তি/নীতিগত দিক সম্পর্কিত বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। এরপ বিশ্লেষণে আইন উপদেষ্টাদের FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils) এর আওতায় Civil construction সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, কেননা যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের নির্মাণ কাজ FIDIC এর শর্ত অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে।

৫.৩। নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, ৩০/১১/৯৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী ও ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট (MC) মোট ১৩জন QC-এর নাম প্রস্তাব করেন এবং এর মধ্যে থেকে তিনজন (১। Mr. Patrick Twingg QC - ৩৫০ পাউড প্রতি ঘন্টায়, ২। Mr. Colin Rees QC - ৩৫০ পাউড প্রতি ঘন্টায় ও ৩। Mr. Nicholas Dennys QC - ৩৩৫ পাউড প্রতি ঘন্টায়) কে বাছাই করা হয়।

৫.৪। তিনি আরো জানান যে, QC-এর মতামত কর্তৃপক্ষের আইন উপদেষ্টার নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হবে, যা পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি, Facilitators এবং সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে এবং এ পছায় গৃহীতব্য চূড়ান্ত সুপারিশ সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে।

৫.৫। এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্তঃ

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের বিভিন্ন চুক্তির উপর উত্তর করা হবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত দেয়ার বিষয়ে ব্রিটিশ Queens Council (QC) নিয়োগের বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উল্লেখিত অনুচ্ছেদ নং-৫.৩ এ বর্ণিত সম্মানী ভাতার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত তিনজন Queens Council কে নিয়ে প্যানেল, গঠন করতে হবে।

২০০৩

**আলোচ্যসূচী-৬ :** বঙ্গবন্ধু সেতু Corporatization এর জন্য প্রয়োজনীয় Feasibility Study সংক্রান্ত কাজের দরপত্র আহবানের বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় উথাপন করেন। তিনি জানান যে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে এবং এই সেতু নির্মাণের পর হতে সেতুর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। উল্লেখ্য যে ২৩শে জুন, ১৯৯৮ ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধনের পর কর্তৃপক্ষের অধীনে সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায়ের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার JOMAC-কে নিয়োগ দান করা হয়।

৬.২। সভায় নির্বাহী পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে সম্প্রতি এক সরকারী অধ্যাদেশ বলে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষকে ১৫০০ মিটার ও তদুর্বে নির্মিতব্য অন্যান্য টোল সেতু, টোল সড়ক, ফাই-ওভার ইত্যাদি নির্মাণ এবং এগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যবসেক-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দেশে ভৌত অবকাঠামোমূলক আরও প্রকল্প নির্মাণের জন্য তহবিল আহরণের লক্ষ্যে একটি নির্ভরশীল সংস্থা হিসেবে যবসেক-এর আওতাভুক্ত বঙ্গবন্ধু সেতুকে বাণিজ্যিক ভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে একটি কোম্পানী গঠন করে শেয়ার ছাড়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। বিশেষ করে পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য নিজস্ব তহবিল গঠনের লক্ষ্যে দেশের জনগণ হতে এ ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। অধিকন্তু এ প্রক্রিয়ায় সংগৃহীতব্য অর্থ অন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সম্পদ হিসাবে ব্যবহৃত করা সম্ভব হবে।

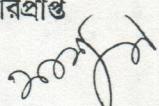
৬.৩। নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, যমুনা সেতু বিভাগের প্রাক্তন সচিব জনাব আবদুল মুয়াদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধু সেতুকে Corporatization করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব বরাবর ইতিপূর্বে একটি পত্র লিখেন। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে Corporatization-এর বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পেশ করার জন্য যবসেক-কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পুনর্বার প্রস্তাবনা প্রেরণের আগে বঙ্গবন্ধু সেতুর Corporatization কাজের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজনীতা দেখা দেয়। ইতোমধ্যে বৃটেনের Price Water House নামক একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ১০৩৩৫৬ পাউন্ড স্টার্লিং এর একটি প্রস্তাব পাওয়া যায়। কিন্তু দরপত্র আহবান ব্যতিরেকে এককভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া সমীচীন হবে না বলে কর্তৃপক্ষ মনে করে। বস্তুতঃ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) সংক্রান্ত কাজ প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্থানীয় চাটার্ড একাউন্ট্যাসি ফার্মের মাধ্যমে করানোই শ্রেয় হবে। নির্বাহী পরিচালক বলেন যে, দরপত্রে অংশগ্রহণকারীগণকে প্রকল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আর্থিক সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করতে হবে এবং বিভিন্ন অবস্থায় আগামী দশ বছরের জন্য সম্ভাব্য Accounting Statement (Income/Expenditure Statement, Balance Sheet, Cash flow Statement) প্রস্তুত করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রকল্পটি Corporatization করা সমীচীন হবে কি না সে সম্পর্কে মতামত দিতে হবে। সমীক্ষার মাধ্যমে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেলে স্থানীয় অথবা আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করে Corporate Restructuring করা যেতে পারে।

৬.৪। এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহবান করে স্থানীয় অভিজ্ঞ চাটার্ড একাউন্ট্যাসি ফার্মের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সেতু Corporatization এর প্রয়োজনীয় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) যাঁচাই সংক্রান্ত কাজটি পরিচালনার জন্য বোর্ড অনুমোদন প্রদান করে।

**আলোচ্যসূচী-৮ :** আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিতে বহিঃসম্পদ বিভাগ হতে একজন প্রতিনিধি কো-অপ্ট করার বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে আহবায়ক এবং যমুনা সেতু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত



সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নিম্নে নহে) সহ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মনোনীত প্রতিনিধির নাম পাওয়া গেছে এবং তিনি কমিটির প্রথম সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অর্থ বিভাগ কোন অতিরিক্ত সচিব বা অন্য কোন প্রতিনিধিকে এই কমিটিতে প্রেরণে অসম্মতি জানিয়েছে। নীতিগতভাবে অর্থ বিভাগ ঠিকাদারী কাজের বিল পরিশোধ কার্যে অংশগ্রহণে অসম্মত।

৮.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ্য করেন যে, গত ৩০/১১/৯৮ ইং তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন প্রতিনিধি কো-অপ্ট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। উল্লেখ্য যে, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ মহসীন যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের শুরু থেকে নানাভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। সেমতে প্রকল্পের উপর উত্তৃত Claim সমূহ পরীক্ষাকল্পে তিনি (জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ মহসীন) বিশেষ সহায়তা প্রদানে সমর্থ হবেন বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন।

৮.৩। আলোচনাত্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের Claim/Dispute সমূহ পরীক্ষাকল্পে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিতে অর্থ বিভাগের পরিবর্তে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ মহসীন-কে কো-অপ্ট করার প্রস্তাব সভায় অনুমোদিত হয়।

**আলোচ্যসূচী-৯ :** বেসরকারী তফসীলি ব্যাংকে অর্থ আমানত রাখা প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, সেতু কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রাধীন বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায় বাবদ নভেম্বর' ৯৮ ইং পর্যন্ত মোট ২১,৬০,২৯,০১৫/- টাকা আদায় হয়েছে। এই খাতে ভবিষ্যতে প্রতিমাসে ৪(চার) কোটি হতে ৬(ছয়) কোটি টাকা আদায় হবে হবে আশা করা যায়। টোল আদায়ের টাকাসহ কর্তৃপক্ষের অন্যান্য তহবিলের টাকা সাধারণত সরকারী ব্যাংকের তুলনায় তালিকাভূক্ত বেসরকারী তফসীলি ব্যাংকে জমা রাখলে সুদের হার তুলনা মূলকভাবে বেশী পাওয়া যাবে।

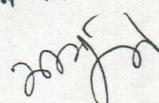
৯.২। কর্তৃপক্ষের অর্ডিন্যসের প্যারা নং-১৬(৩) অনুযায়ী যে কোন তফসীলি ব্যাংকে কর্তৃপক্ষের তহবিল সংরক্ষণ করা যায়, তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগের পত্র (স্বারক নং-অম/ব্যাবি/নীতি-৭/৯৭/৯৫/খড-২২/৯১, তারিখ : ২১/৬/৯৬) অনুযায়ী পরিচালনা পর্যন্তের সম্মতিক্রমে মোট আমানতের সর্বোচ্চ ২৫% বাংলাদেশে নিবন্ধিত বেসরকারী তফসীলি ব্যাংকে জমা রাখা যাবে বলে নির্বাহী পরিচালক জানান।

৯.৩। আলোচনাত্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের মোট আমানতের (টোল আদায়সহ কর্তৃপক্ষের অন্যান্য তহবিলের টাকা) সর্বোচ্চ ২৫% বেসরকারী তফসীলি ব্যাংকে জমা রাখার বিষয়টি বোর্ড অনুমোদন করে।

**আলোচ্যসূচী-১০ :** বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)-এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের চূড়ান্ত সমন্বয়ের বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরে জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানোর নিমিত্তে বিগত ১৬/৬/৯৮ ইং তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটির সভায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুকূলে মোট ৫২,৪৭,০০০/- (বায়ান্ন লক্ষ



সাতচল্লিশ হাজার) টাকার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয় এবং উক্ত বরাদ্দ হতে প্রকৃত ভাউচার দাখিল সাপেক্ষে প্রবর্তীতে ব্যয় সমন্বয় করার শর্তে বাংলাদেশ টেলিভিশনকে ৪৫,০০,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয় প্রবর্তীতে বিটিভি কোন বিল/ভাউচার দাখিল না করে বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্ঘোধন উপলক্ষ্যে মোট ব্যয়িত ৫২,৪৬,৩১৬/- (বায়ান্ন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশত ঘোল) টাকার ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করে মোট/প্রকৃত খরচ ৫২,৪৬,৩১৬/- টাকা হতে পূর্বে গৃহীত অগ্রিম ৪৫,০০,০০০/- টাকা বাদ দিয়ে (৫২,৪৬,৩১৬/- - ৪৫,০০,০০০/-) বাকী ৭,৪৬,৩১৬/- টাকা বিটিভি'র অনুকূলে অগ্রিম প্রদানের অনুরোধ করে। প্রস্তাবিত অগ্রিম প্রাপ্তির পর অপরিশোধিত বিল পরিশোধ করে খরচের ভাউচারসহ পূর্ণ অগ্রিম অর্থের সমন্বয় করা হবে বলে জানানো হয়।

১০.২। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় বিগত ২৬/৭/৯৮ ইং তারিখে বিটিভি গৃহীত ৪৫,০০,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) টাকা অগ্রিমের বিপরীতে ৪২,৪৬,৬৯৩/- (বিয়াল্লিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার ছয়শত তিরানবই) টাকার আধিক্যিক বিল/ভাউচার দাখিল করে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের দাখিলকৃত ভাউচারগুলি পরীক্ষাত্ত্বে দেখা যায় (১) গাড়ীর জন্য ক্রয়কৃত টায়ার, টিভি সেট, কর্ডলেস টেলিফোন এবং ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদ (Fixed Assets) হিসেবে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষে হস্তান্তর এবং (২) অগ্রিম প্রদত্ত ৪৫,০০,০০০/- টাকার সম্পূর্ণ ভাউচার দাখিল করার জন্য বিটিভিকে অনুরোধ করা হলে বিটিভি কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী স্থায়ী সম্পদ ফেরৎ দিতে এবং গৃহীত অগ্রিমের সম্পূর্ণ ভাউচার দাখিল করতে আপন্তি উধাপন করে এবং বাকী টাকা তাদেরকে পরিশোধ করতে অনুরোধ করে।

১০.৩। তিনি আরো জানান যে, বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করে অত্র কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, বিটিভির ও.বি. ভ্যান গাড়ীর টায়ার টিউব এবং ভিডিও ক্যাসেট অত্র বিভাগে ব্যবহার যোগ্যনয় বিধায় এ বিষয় ছাড় দেয়া যায়। তবে ৪টি টিভি এবং ১টি কর্ডলেস টেলিফোন স্থায়ী সম্পদ যা অত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহারযোগ্য বিধায় উহা যবসেক এর নিকট হস্তান্তর হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু টিভি কর্তৃপক্ষ উক্ত টিভি সেট ও কর্ডলেস টেলিফোন তাদের ব্যবহারে আবশ্যিক বিধায় উহা ফেরৎ দিতে অপারগ হওয়ার প্রেক্ষিতে উক্ত স্থায়ী সম্পদ অত্র কর্তৃপক্ষে হস্তান্তর ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করার ক্ষেত্রে বোর্ডের অনুমোদন আবশ্যিক। টায়ার, ভিডিও ক্যাসেট, টিভি কর্ডলেস টেলিফোন ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদ বিধায় বিটিভি কর্তৃক অত্র কর্তৃপক্ষে হস্তান্তর ব্যতিরেকে মূল্য পরিশোধ করা হলে ভবিষ্যতে অডিট আপন্তি উধাপিত হতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিটিভি কর্তৃক ব্যয়িত ৫২,৪৬,৩১৬/- টাকা সেতু উদ্ঘোধন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে।

১০.৪। এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্তঃ

- (১) বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক ক্রয়কৃত ও.বি ভ্যানের টায়ার-টিউব, ৪টি টিভি সেট, ভিডিও ক্যাসেট, ১টি কর্ডলেস টেলিফোন ইত্যাদি সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের ভাবার রেজিস্টারে প্রথমে তালিকাভুক্ত করতে হবে। উক্ত মালামাল তালিকাভুক্তির পর তা বিটিভি'র নিকট হস্তান্তর করা হবে।
- (২) বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্ঘোধনী অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের নিমিত্তে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক ব্যয়িত ৫২,৪৬,৩১৬/- (বায়ান্ন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশত ঘোল) টাকা হতে গৃহীত অগ্রিম প্রদত্ত ৪৫,০০,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) টাকা সমন্বয় সাপেক্ষে অবশিষ্ট ৭,৪৬,৩১৬/- (সাত লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশত ঘোল) টাকা পরিশোধের প্রস্তাব সভায় অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-১১ঃ যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ভবন (প্রধান দপ্তর) নির্মাণ কাজের সর্বনিম্ন দরদাতা ঠিকাদার মেসার্স মীর আখতার হোসেন লিঃ এর উদ্ভৃত সর্বনিম্ন দর ৬,২৯,৫৭,১৫৭.৯৮ টাকার বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় অবহিত করেন। তিনি জানান যে, গত ১০ই জুন, ১৯৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৫২তম

বোর্ড সভায় সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ভবন এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৫৯তম বোর্ড সভায় BCL-DECON-কে স্থাপত্য ও কারিগরী পরামর্শক (consultant) প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োগের অনুমোদন করা হয়। যবসেক-এর ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ১৬টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মধ্য হতে মূল্যায়নের মাধ্যমে ৭টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে প্রাক-যোগ্যতা হিসাবে নির্বাচিত করার সুপারিশ করা হলে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয় তা অনুমোদন করেন। এর মধ্য হতে ৩টি প্রাক-যোগ্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দরপত্র পাওয়া যায়।

১১.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, গৃহীত দরপত্রগুলো উপরের প্রতিষ্ঠান BCL-DECON মূল্যায়ন করে ৩টি দরপত্রই Substantially responsive হিসাবে পায় বলে মতামত দিয়ে Mir Akther Hossain Ltd. কে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে বিবেচনা করে তাদের দর গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, Consultant যবসেকের প্রস্তাবিত ১২তলা ভবনের প্রথম পর্যায়ে ২টি Basement সহ ৪তলা ভবন নির্মাণের জন্য ৬,৯২,৮৭,৮৫৮.০০ টাকার একটি Cost Estimate প্রস্তাব করে এবং Mir Akther Hossain Ltd. ৬,৪৬,৩৭,৭৩৯.১০ টাকা দর উন্নত করে সর্বনিম্ন দরদাতা বিবেচিত হয় এবং একই সঙ্গে সকল Schedule আইটেমের উপর ২.৬০% Discount offer করে। ফলে Mir Akther Hossain Ltd. কর্তৃক মূল্যায়িত দর দাঁড়িয়েছে ৬,২৯,৫৭,১৫৭.৯৮ টাকা যা প্রাকলিত দর অপেক্ষা ৯.১৩৭% কম।

১১.৩। তিনি আরো জানান যে, সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স Mir Akther Hossain Ltd. কর্তৃক উন্নত সর্বনিম্ন দর ৬,২৯,৫৭,১৫৭.৯৮ (ছয় কোটি উনশিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার একশত সাতান্ন টাকা আটানবই পয়সা) টাকা মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে তিনি ৮/৩/৯৮ ইং তারিখে তা অনুমোদন করেন। এর প্রেক্ষিতে Mir Akther Hossain Ltd. এর সাথে ইতোমধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভবন নির্মাণের জন্য রাজউক-এর অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। উক্ত অনুমোদন পাওয়ার পর কার্যাদেশ দেয়া হবে। উল্লেখ্য যে, কাজটির জন্য চলতি বার্ষিক উন্নয়ন (১৯৯৮-৯৯) কর্মসূচীতে ৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

১১.৪। যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ভবন (প্রধান দণ্ড) নির্মাণ কাজের সর্বনিম্ন দরদাতা ঠিকাদার মেসার্স মীর আখতার হোসেন লিঃ এর উন্নত সর্বনিম্ন দর ৬,২৯,৫৭,১৫৭.৯৮ টাকা সংক্রান্ত ভবন নির্মাণের হাল নাগাদ অগ্রগতি সম্পর্কিত বিষয়ে বোর্ড অবহিত হয়।

আলোচ্যসূচী-১২ঃ পরিবেশ ইউনিটের ৪জন সুপারভাইজারের চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি সভায় তুলে ধরে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পরিবেশ ইউনিটের মাঠ পর্যায়ের কার্যাদি তদারকী করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের ৪৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত ঘোতাবেক দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ৬জন সুপারভাইজারের মধ্যে বর্তমানে ৪জন সুপারভাইজার উক্ত ইউনিটে কর্মরত আছে, যাদের মেয়াদ সমাপ্ত হলেও তাদের সার্ভিস পরিবেশ ইউনিটের জন্য আবশ্যিক হওয়ায় বিগত ৩১/৮/৯৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের ৫৭তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে ৩জন এবং ২৮/১২/৯৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৯তম বোর্ড অনুমোদনক্রমে ১জন সহ মোট (৩+১)=৪জন সুপারভাইজারের চুক্তির মেয়াদ ৩১/১২/৯৮ ইং তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১২.২। তিনি আরো জানান যে পরিবেশ ইউনিটের মাঠ পর্যায়ে বর্তমানে অন্যান্য কাজের মধ্যে বৃক্ষরোপন ও সামাজিক বনায়ন (প্রাকলিত ব্যয় ৩ কোটি টাকা) এবং মৎস্য চাষ উন্নয়ন কার্যক্রমের (প্রাকলিত ব্যয় ৮.৭৬ কোটি টাকা) বিভিন্ন উপাগের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। বাস্তবায়নাধীন কার্যাবলী সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উক্ত ৪জন সুপারভাইজারের চুক্তির মেয়াদ পরিবেশ ইউনিটের মেয়াদ সমাপ্তিকালীন সময় পর্যন্ত (জুন, ২০০১) বর্ধিত করা হয়েছে। তবে চুক্তি বর্ধিতকরণ আদেশে এ মর্মে শর্ত রাখা হয়েছে যে, উক্ত বর্ধিতকরণের বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হবে।

১২.৩। এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

**সিদ্ধান্ত :**

যমুনা বঙ্গমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পরিবেশ ইউনিটে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ৪জন সুপারভাইজার (১) জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান মাহমুদ, (২) জনাব মোঃ আলমগীর কবীর মল্লিক, (৩) মিসেস মাহফুজা বেগম এবং (৪) জনাব আবু ছালেহ মোঃ আল-মুহিত এর চুক্তির মেয়াদ চুক্তিপত্রে উল্লেখিত শর্তে ০১/০১/১৯ ইং তারিখ থেকে পরিবেশ ইউনিটের মেয়াদ সমাপ্তকালীন সময় পর্যন্ত (জুন' ২০০১ সাল) বর্ধিতকরণের প্রস্তাবটি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

**আলোচ্যসূচী-১৩ :** পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় বৃক্ষরোপন ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর অধীনে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অবশিষ্ট পরিবারের মধ্যে গাছের চারা, সার ইত্যাদি বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, ইতিপূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত ১০,০০০ পরিবারের মধ্যে ১,০০,০০০ গাছের চারা এবং সার বিতরণের কার্যক্রম একটি এনজিও-এর মাধ্যমে গত ৩১/১২/৯৮ ইং তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে অবশিষ্ট ৫,০০০ পরিবারের মধ্যে পরিবার প্রতি ১২টি (১টি নারিকেল, ১১টি অন্যান্য গাছের চারা) করে গাছের চারা এবং সার বিতরণের প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩.২। নির্বাহী পরিচালক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, উক্ত ১২টি গাছের চারার মূল্য ২০০/- টাকা এবং এর জন্য জৈব ও অজৈব সারের মূল্য বাবদ ১৯৫/- টাকা করে ৫০০০ পরিবারের জন্য চারা গাছ, সার বিতরণ ও আনুসাঙ্গিক খরচ বাবদ মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা। উল্লেখ্য যে, পরিবেশ ইউনিট সরাসরি এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলে সরকারী আর্থিক নিয়মে অর্থ ব্যয় করা হবে বিধায় প্রাক্কলিত ব্যয়ের অনেক কম খরচে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

**সিদ্ধান্ত :**

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় বৃক্ষরোপন ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর অধীনে সেতু কর্তৃপক্ষের পরিবেশ ইউনিট কর্তৃক বঙ্গবন্ধু সেতুর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০০ পরিবারের মধ্যে প্রাক্কলিত ব্যয় ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা সম্পর্কে চারাগাছ (পরিবার প্রতি ১টি নারিকেল, ১১টি অন্যান্য গাছের চারা) এবং সার বিতরণের কার্যক্রম সেতু কর্তৃপক্ষের পরিবেশ ইউনিট দ্বারা অনেক কম ব্যয়ে বাস্তবায়ন করার বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

**আলোচ্যসূচী-১৪ :** পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় পুকুরে উপকরণ সরবরাহ করে এবং পুকুর মালিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, সেতু নির্মাণের ফলে মাছের সম্ভাব্য ঘাটতি পুষ্টিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সেতুর প্রভাবাধীন টাঙ্গাইল জেলার ৫টি থানায় চাষযোগ্য ১০০ হেক্টের পুকুরে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে এবং ১০০০ পুকুর মালিকদের উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষে প্রশিক্ষণ দিয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে যবসেক-এর সঙ্গে মৎস্য অধিদণ্ডনের চুক্তি অনুযায়ী অনুরূপ দুটি কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

১৪.২। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, হেক্টের প্রতি প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ বাবদ খরচ ৬৫,০০০/- টাকা এবং নিয়োজিত জনবল ও আনুষঙ্গিক খরচসহ ১০০ হেক্টের জমির জন্য মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৮৫,০০,০০০/- টাকা। উৎপাদিত মাছের মূল্য দাঢ়াবে প্রায় ১,৩৫,০০,০০০/- (হেক্টের প্রতি মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩ টন)। ফলে নীট মুনাফা থাকবে ৫০,০০,০০০/- টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে, উৎপাদিত মাছের বিক্রয়লক্ষ অর্থ থেকে পরবর্তী বছরের

মাছ চাষের জন্য সমপরিমান অর্থ রেখে অবশিষ্ট অর্থ পুরুর মালিক এবং সুফল ভোগীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে নিয়োজিত মাঠকর্মীদের মধ্য থেকে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মাঠকর্মীসহ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিবেশ ইউনিট দ্বারা এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

১৪.৩। তিনি আরো জানান যে, এ ছাড়াও পুরুর মালিকদের উন্নত চাষ পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তারা স্বট্টদোগে মাছ চাষ করে মাছের উৎপাদন বাঢ়াতে সক্ষম হবে এবং এর জন্য ব্যয় প্রাক্তলন করা হয়েছে ১৩,৫০,০০০/- টাকা।

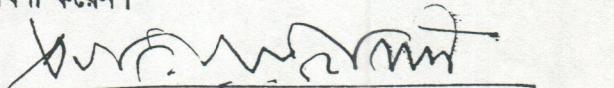
১৪.৪। সর্বশেষে তিনি উল্লেখ করেন যে, পরিবেশ ইউনিটের অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবেশ ইউনিট সরাসরি এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প পরিচালক, কনসালট্যান্ট ইত্যাদি বাবদ অর্থ ব্যয় করতে হবে না বিধায় প্রচুর অর্থের সাশ্রয় হবে।

১৪.৫। এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্তঃ

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় প্রাক্তলিত ব্যয় ৮৫,০০,০০০/- (পঁচাশি লক্ষ) টাকা সম্পর্কে ১০০ হেক্টের পুরুরে উপকরণ সরবরাহ করে এবং প্রাক্তলিত ব্যয় ১৩,৫০,০০০/- (তের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সম্পর্কে ১০০০ পুরুর মালিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম সেতু কর্তৃপক্ষের পরিবেশ ইউনিট দ্বারা অনেক কম ব্যয়ে বাস্তবায়ন করার বিষয়টি বোর্ড অনুমোদন করে।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
(আনোয়ার হোসেন) ২.১.৮.৮  
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়  
ও  
চেয়ারম্যান  
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

**২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের  
৬৬তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা।**

<u>ক্রমিক নং</u>	<u>নাম ও পদবী</u>	<u>মন্ত্রণালয়/সংস্থা</u>
১।	জনাব আনিসুল হক চৌধুরী সদস্য	পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২।	সৈয়দ রেজাউল হায়াত সচিব	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩।	জনাব আমিন উল্লাহ সচিব	আইন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪।	মেজর জেনারেল মশহুদ চৌধুরী চীক অব জেনারেল ষ্টাফ	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
৫।	ডঃ এ, কে, আবদুল মুবিন ভারপ্রাপ্ত সচিব	যমুনা সেতু বিভাগ, ঢাকা।
৬।	জনাব মানিক লাল সম্মান অতিরিক্ত সচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭।	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াবুদ প্রধান প্রকৌশলী	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮।	ডঃ মোহাম্মদ শাহজাহান পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯।	ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১০।	ডঃ এম, ফিরোজ আহমেদ পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১১।	জনাব নাজমুল আহসান যুগ্ম-সচিব	ব্রহ্মপুর মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২।	জনাব মাহবুব-উল-আলম খান যুগ্ম-সচিব	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৩।	জনাব মোঃ আবদুল কাদের মির্যা যুগ্ম সচিব	যমুনা সেতু বিভাগ, ঢাকা।
১৪।	জনাব এ, কে, এম, খলিলুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৫।	জনাব ফারুক আহমদ সিদ্দিকী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৬।	জনাব এ, কে, এম, শামসুজ্জোহা পরিচালক (পিএন্ডএম)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৭।	জনাব এ, এস, এম, মঙ্গুর প্রকল্প পরিচালক	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৮।	জনাব বেনু গোপাল দে অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।